

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

205907 - যবে নারী দুইজন শশিকুবে দুধ পান করান এবং রযো রাখলে সন্তানদরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা করনে

প্রশ্ন

আমার জমজ বাচ্চা আছে। তাদরে বয়স পাঁচ মাস। আমার বুকরে দুধ কম হওয়ায় শুধু বুকরে দুধে তাদরে খাদ্য হয় না। পাশাপাশি তারা কৃত্রিম দুধও খায়। কনিতু আমি আশংকা করছি, রযো রাখলে আমার দুধ আরও কমে যাবে। এতবে করে আমি তাদরেকে দুধ খাওয়াতে পারব না। ফলে এ অল্প বয়সহে তারা বুকরে দুধ খাওয়া ছড়ে দবিবে। এমতাবস্থায়, আমার জন্যবে রযো ভাঙগা কিজায়বে হববে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছেবে যবে, তনি বলনে: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায় শথিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রযো) বা সয়াম শথিলি করছেন।”[সুনানে আবু দাউদ (২৪০৮), সুনানে তরিমযি (৭১৫), সুনানে নাসাঈ (২২৭৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৬৭), আলবানি ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে ‘হাসান সহহি’ বলছেন]

যদণ্ডি বাহ্যতঃ এই হাদসিটতিবে ‘গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী’-র ক্ষতেরবে কোন শর্তারবেপ করা হয়নি, কনিতু হাদসিটরি অর্ধ শর্তযুক্ত। শর্তটি হচ্ছবে- যদি তারা নজিদেবে জীবন কথিবা সন্তানবে জীবনেবে ব্যাপারে আশংকাবেপে করবে।

সনিদি কর্তৃক রচতি সুনানে ইবনে মাজাহ-এর হাশয়িতবে (১/৫১২) এসছেবে: গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী: অর্থাৎ তারা উভয়বে যদি গর্ভস্থতি সন্তান কথিবা দুগ্ধপোষ্য সন্তানবে বেপারে আশংকা করনে কথিবা তাদরে নজিদেবে জীবনেবে বেপারে আশংকা করনে।[সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল-জাসাস তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (১/২৪৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: 'নশিচয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায শখিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সয়াম শখিলি করছেন' উল্লেখ করার পর বলেন: "এটা জ্ঞাত যে, তাদের জন্য (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী) এ শখিলিয়ান তাদের জীবনের উপর আশংকা কথিবা তাদের সন্তানের জীবনের উপর আশংকার ক্ষতেরে প্রযোজ্য।"। তিনি অন্যত্র (১/২৫২) বলেন: "গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষতেরে; হয়তো রোযা তাদের নিজদেরে স্বাস্থ্যহানি করবে কথিবা তাদের সন্তানেরে স্বাস্থ্যহানি করবে। যটোই হোক না কেন তাদের উভয়েরে জন্য রোযা না-থাকা উত্তম। রোযা রাখা তাদের জন্য নষিদিধ। আর যদি তাদের স্বাস্থ্যহানি না করে কথিবা তাদের সন্তানেরে স্বাস্থ্যহানি না করে তাহলে তাদের উপর রোযা রাখা ফরয। রোযা না-রাখা নাজায়যে।"[সমাপ্ত]

আলমেগণ তাদের ভাষ্যগুলোতে এ শরতটি উল্লেখ করছেন। বরং এ শরতের উপর আলমেগণেরে ঐক্যমত বর্ণিত হয়েছে; যমেনটি ইতিপূর্ববে 66438 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

এ আলোচনার প্রক্ষেপিতে বলব:

যদি রোযা রাখার কারণে আপনি আপনার সন্তানেরে স্বাস্থ্যহানির আশংকা করেন, যমেন- দুধ শুকিয়ে যাওয়া কথিবা দুধ এমন কমবে যাওয়া যাতো তাদেরে ক্ষতি হবে সক্ষেতেরে আপনি রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নই। অনুরূপভাবে, আপনি যদি নিজেরে ব্যাপারে আশংকাবেধ করেন যে, আপনি যদি রোযা রাখতে দুধ খাওয়ান সক্ষেতেরে আপনার এমন কষ্ট হবে যা এমন ক্ষতেরে সম্ভাব্য কষ্টেরে অধিক কথিবা আপনার স্বাস্থ্যহানির আশংকা করেন তাহলেও আপনার রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নই।

আর যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা রাখার কারণে দুধে যে ঘাটতি হবে সটো বাচ্চাদবয়েরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ পানেরে উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফলেবে না সক্ষেতেরে রোযা না-রাখা বধৈ হবে না। বিশেষতঃ এ সামান্য ঘাটতি যদি কৃত্রিম দুধেরে মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

ইমাম শাফয়েরি-র 'আল-উম্ম' কতিাবে (২/১১৩) এসছে: "গর্ভবতী নারী যদি নিজ সন্তানেরে জীবনের উপর আশংকা করেন তাহলে রোযা থাকবনে না। অনুরূপ বধিন স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষতেরেও; যদি রোযা তার দুধেরে উপর ব্যাপক ক্ষতি করে। আর যদি ক্ষতি সীমিত হয় তাহলে রোযা ছাড়বনে না। রোযা সাধারণত রোগ বৃদ্ধি করে; কনিতু এটা সীমিত বৃদ্ধি। রোযা দুধে ঘাটতি করে; কনিতু সীমিত ঘাটতি। আর যদি রোগবৃদ্ধি ও দুধ-ঘাটতি ব্যাপকভাবে ঘটবে থাকে তাহলে তারা উভয়েরে রোযা রাখবনে না।"[সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই:

যদি কোন স্তন্যদায়ী নারী নজি সন্তানরে উপর আশংকা করে রোযা ভঙেগে থাকে তার উপর কী বর্তাবে এ নিয়ে আলমেগণ মতভদে করছেন:

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুওয়াইতিয়া’ গ্রন্থে (৩২/৬৯) এসছে:

‘যদি তারা উভয়ে তাদরে সন্তানরে উপর আশংকা করে রোযা না রাখনে সে ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। শাফয়েি মাযহাবে প্রকাশ্য বক্তব্য, হাম্বলি মাযহাব ও মুজাহদিরে মতে, তাদরে উভয়কে কাযা পালন করতে হবে এবং প্রত্যকে দনি একজন মসিকীন খাওয়াতে হবে। যহেতে তারা উভয়ে আল্লাহর নমিনোকত বাণীর সাধারণ হুকুমরে অধীনে পড়ে: ‘আর যাদরে জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদরে কর্তব্য এর পরবির্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।’ [সূরা বাকারা ২: ১৮৪] ইতপূর্ববে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণতি এ আয়াতরে তাফসরি উল্লেখে করা হয়ছে।

ইবনে কুদামা বলনে: এ ধরণরে তাফসরি ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণতি হয়ছে। সাহাবীদরে মাঝে তাঁদরে দুইজনরে সাথে ইখতলিফকারী কটে নহে। তাছাড়া যহেতে শারীরকি অক্ষমতার কারণে এ রোযা না-রাখার বিষয়টি ঘটছে। তাই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তরি হুকুমরে ন্যায় কাফ্ফারা আদায় করা ফরয হবে।

হানাফি মাযহাবে আলমেগণ, আতা বনি আবি রাবাহ, হাসান, দাহ্হাক, নাখায়ি, সাঈদ বনি জুবাইর, যুহরি, রাবআ, আওয়ায়ি, ছাওরি, আবু উবাইদ, আবু ছাওর এবং শাফয়েি আলমেগণরে অপর এক মতে: উভয়রে উপর ফদিয়া ফরয হবে না; বরং তাদরে ফদিয়া দয়ো মুস্তাহাব হবে। দললি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: ‘নশিচয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায শথিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শথিলি করছেন।’

আর মালকেি মাযহাব ও লাইছ এর মতানুযায়ী (এটি শাফয়েি মাযহাবেও তৃতীয় একটি মত): গর্ভবতী নারী রোযা ভঙবনে; পরবর্তীতে কাযা পালন করবনে; তবে তাকে কোন ফদিয়া দতি হবে না। আর স্তন্যদায়ী নারীও রোযা ভঙবনে; পরবর্তীতে কাযা পালন করবনে এবং ফদিয়া দবিনে। কেননা স্তন্যদায়ী নারী অন্য কারো মাধ্যমে তার সন্তানকে দুধ পান করাতো পারনে; যটো গর্ভবতী নারী পারনে না। তাছাড়া গর্ভস্থতি সন্তান গর্ভবতী নারীর সাথে একীভূত। তাই গর্ভরে সন্তানরে জন্য আশংকা তার কোন একটি অঙগরে জন্য আশংকার ন্যায়। তাই গর্ভবতী নারী তার নজিরে মধ্যস্থতি একটি কারণরে প্রক্ষেতি রোযা ভঙেগছেন; এ ক্ষেত্রে তিনি অসুস্থ ব্যক্তরি মত। আর স্তন্যদায়ী নারী তার থেকে বচ্ছিনি একটি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কারণে প্রক্বেষতি রোযা ভঙেগছেন; এজন্য তার উপর ফদিয়া ফরয হবে।

সলফে সালহেনিদরে কটে কটে যমেন- ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বনি জুবাইর (রাঃ) এর অভিমিত হচ্ছ- তারা উভয়ে রোযা ভঙগবনে এবং মসিকীন খাওয়াবনে। তাদরেকে কাযা রোযা পালন করত হবো না।[সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমিত হচ্ছ- সঠিকি জ্ঞান আল্লাহর কাছ- তাদরেকে শুধু কাযা রোযা পালন করত হবো।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়: যদি গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী শক্তশিলী ও কর্মঠ হওয়া সত্বেও কোন ওজর ছাড়া রোযা না রাখেন; যদিও রোযা রাখলে তাদরে উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়বে না? জবাবে তিনি বলেন: কোন গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারীর জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে দিনরে বলা রোযা না-রাখা জায়যে হবে না। যদি তারা ওজররে কারণে রোযা না-রাখেন তাহলে কাযা পালন করা তাদরে উপর ফরয। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা ২:১৮৫] এ দুই শ্রগীর নারী অসুস্থ শ্রগীর আওতায় পড়ে।

আর যদি তাদরে ওজর হয় যে, তাদরে সন্তানরে উপর আশংকা; সক্ষেত্রে কোন কোন আলমেরে মতানুযায়ী তাদরে উপর কাযা ফরয হওয়ার সাথে সাথে প্রতদিনরে বদলে একজন মসিকীনকে দশীয় খাদ্য যমেন- গম, চাল বা খজুর ইত্যাদি খাদ্য দান করা ফরয হবে। আর কোন কোন আলমেরে মতে, সর্বাবস্থায় তাদরে উপর রোযার কাযা পালন ছাড়া আর কিছু ফরয নয়। কেননা খাবার খাওয়ানো ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলিল নহে। মূল অবস্থা হচ্ছ: বান্দা দায়-দায়তিব মুক্ত থাকা; যতক্ষণ না দায়-দায়তিবরে পক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায়। এটি ইমাম আবু হানফি (রহঃ) এর মাযহাব এবং এটি শক্তশিলী অভিমিত।”[ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা-১৬১]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞেসে করা হয় যে: যদি কোন গর্ভবতী নারী তার নিজ জীবনরে বা সন্তানরে জীবনরে আশংকা করে রোযা না রাখেন সক্ষেত্রে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: এ প্রশ্নরে উত্তর হচ্ছ-

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তশিলী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোন কষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থতি সন্তানরে উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীর উপর রোযা রাখা ফরয। কেননা রোযা বর্জন করার ক্ষেত্রে তার কোন ওজর নহে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভরে কাঠনিযরে কারণে কথিবা শারীরকিভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কথিবা অন্য কোন কারণে। এক্ষেত্রে তনি রোযা রাখবনে না। বশিষেত: যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানরে ক্ষতিহয় সক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পারে। যদি তনি রোযা না রাখনে সক্ষেত্রে তার বধিন অন্যসব লোকরে মত যারা কোন ওজরে কারণে রোযা রাখতে পারনে না। তনি যখন ঐ ওজর থেকে মুক্ত হবনে তখন রোযার কাযা পালন করা তার উপর ফরয। অর্থাৎ প্রসব করার পর ও নফিস থেকে পবত্রি হওয়ার পর কাযা পালন করা তার উপর ফরয। কনিত্তু, কখনও কখনও এক ওজর শেষে হয়ে অন্য ওজর দেখা দেয়। যমেন- গর্ভধারণ এর ওজর শেষে হওয়ার পর দুগ্ধপান করানোর ওজর। হতে পারে স্তন্যদায়ী নারী পানাহাররে মুখাপক্ষেী হবনে। বশিষেত: গ্রীষ্মরে লম্বা দনিগুলতোতে, তীব্র গরমরে সময় স্তন্যদায়ী নারী তার সন্তানকে বুকে দুধ খাওয়ানোর স্বার্থে রোযা না থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দতি পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাকে বলব: আপনি রোযা রাখবনে না। যখন আপনার ওজর শেষে হব; তখন আপনার যতগুলো রোযা ভাঙা পড়ছে সবগুলো রোযা কাযা করবনে।” [ফাতাওয়াস সয়্যাম, পৃষ্ঠা- ১৬২]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

পক্ষান্তরে, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ব্যাপারে আনাস বনি মালকি আল-কা’নাবি কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তনি তাদের উভয়কে রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। তাদেরকে তনি মুসাফরিরে বধিনরে অন্তর্ভুক্ত করছেন। এতে করে জানা গেলে যে, তারা উভয়ে মুসাফরিরে মত রোযা না রেখে কাযা পালন করবনে। আলমেগণ উল্লেখ করছেন যে, তাদের পক্ষে রোযা রাখা অসুস্থ ব্যক্তির মত কষ্টকর না হলে বা তাদের সন্তানরে ক্ষতির আশংকা না থাকলে তাদের রোযা ভাঙা জায়যে হব না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।”

আরও জানতে দেখুন: 49794 নং ও 50005 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।